কোটচাঁদপুরে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় দলিল লেখা বন্ধ

কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারের মধ্যে দরকষাকষির একপর্যায়ে ক্ষোভে দলিল লেখা বন্ধ করে দেন দলিল লেখকরা। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম বিপাকে পড়েন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে ছয় ঘণ্টা পর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সপ্তাহে দুই দিন জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। সেখানে দায়িত্বে আছেন সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী। বুধবার সকালে তিনি দলিল লেখকদের অফিসে ডাকেন এবং জমি রেজিস্ট্রির অতিরিক্ত টাকা চাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দলিল লেখকদের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চাপ প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

দলিল লেখক সমিতির সভাপতি বদর উদ্দিন জানান, “সকালে সাব-রেজিস্ট্রার আমাদের ডেকে বলেন, ওয়ারিশের জমির দলিলে অতিরিক্ত টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিতে বলেন। আগে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি ৫ হাজার টাকা নেওয়া হতো, কিন্তু এখন আরও বেশি নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দলিল লেখকরা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

হরিণদিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বলেন, “আমরা জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিস থেকে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি বাবদ ১০ হাজার এবং প্রত্যয়ন ফি বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। তবে সাব-রেজিস্ট্রার সরাসরি টাকা নেন না, অফিসের বড় বাবু আবদুল মালেক ও টোটন নামের এক ব্যক্তি টাকা নেন।”

সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “সকালে দলিল লেখকদের ডেকে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি একটি বিষয় বলার পর তারা রাজি হননি। পরে আমি তাদের চলে যেতে বললে তারা বাইরে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।”

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু কুমার বিশ্বাস জানান, “ওসি স্যার আমাকে জানান, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সমস্যা হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পাই। এখনো পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনিসুল ইসলাম বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাব-রেজিস্ট্রার। এ বিষয়ে তার সঙ্গেই কথা বলুন। আমার কোনো মন্তব্য নেই।”

পরবর্তীতে ইউএনওর মধ্যস্থতায় দলিল লেখকরা আবার দলিল লেখা শুরু করেন, ফলে ছয় ঘণ্টা পর জমি রেজিস্ট্রি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়।

ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মাণ বন্ধ, নষ্ট কোটি টাকার মালামাল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ও প্রতিহিংসার রাজনীতির রোষানলে পড়ে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চার বছর আগে আদালতের আদেশে নির্মান করা বন্ধ হলেও ঝিনাইদহ পৌর কৃর্তপক্ষ আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এদিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সুপার মার্কেটের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ। সেই সাথে চলছে দখল বাণিজ্য। মার্কেটের সামনে রাতারিাতি দখল করে বিশেষ মহল গড়ে

তুলেছে ২০টি দোকান। মার্কেটের কয়েক কোটি টাকার রডে জং ধরে মরিচা পড়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৩০ মার্চ জাইকার অর্থায়নে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজ চলা অবস্থায় ২০২০ সালের ৬ সেপ্টম্বর বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির মামলার (রিট পিটিশন নং ১২৪৪০/১৯) এর কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বাদী পক্ষের দাবী মার্কেটের জায়গায় একটি পার্ক ছিল।

সেখানে বাচ্চারা খেলতো। বহুতল মার্কেট তৈরী হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আদালত ৬ মাসের মধ্যে সিএস ৭৮৪ দাগে অবস্থিত রাস্তা ও মসজিদ ব্যাতিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ দেয়। মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি) উচ্চ আদালতে আপীল করলে বিজ্ঞ আদালত স্থিতিতাবস্থা জারী করে। গত চার বছর ধরে একই অবস্থায় মামলাটি পড়ে আছে। মামলার কারণে ঠিকাদারের দেড় কোটি টাকার সম্পদ পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে সেসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র মিন্টুর সঙ্গে স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আ’লীগ নেতা বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটনের বিরোধ থাকায় তারাই মুলত মার্কেট নির্মানের বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ হিসেবে পৌর নাগরিকরা মনে করেন, আ’লীগ নেতা ফোটনের “মকবুল প্লাজা” নামে একটি বহুতল ভবন নির্মানাধীন ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের সামনেই অবস্থিত। তার মার্কেটের সামনে এমন একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মিত হলে আ’লীগ নেতা ফোটনের ব্যবসা লাঠে উঠতে পারে এমন আশংকা থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিকে দিয়ে এই রিট পিটিশন করা হয় বলে শহরজুড়ে কথিত আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন মঙ্গলবার বিকালে জানান, পৌরসুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতো। সেই সঙ্গে বাড়তো পৌরসভার আভ্যান্তরীন আয়। তিনি জানান সুপার মার্কেটটি ছিল অত্যাধুনিক। আশপাশের কোন জেলায় এমন শপিংমল নেই। মার্কেটের ডিজাইনে ছিল ১১৯টি পার্কিং লট, চলন্ত সিঁড়ি, লিফট ও হাই পাওয়ারের জেনারেটর। ঝিনাইদহ

সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আহমেদ হোসেন জানান, উচ্চ আদালতে চলা মামলা নিম্পত্তি করে দ্রুত মার্কেটটির নির্মান কাজ শুরু করা হোক। সুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের আভিজাত্যতা ফুটে উঠতো বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিষ্টার আনোয়ার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এমন একটি সৃষ্টি ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। তিনি সুপার মার্কেটটির কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা ফিরোজ আনোয়ার মাসুম জানান, আদালতের আদেশ মানতে হলে শুধু পৌর সুপার মার্কেটই নয়, আশপাশের বহু সরকারী স্থাপনা ভাঙ্গতে হবে। তারচে বরং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে অন্য স্থানে একটি শিশু পার্ক তৈরী করে বিজ্ঞ আদালতের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনা চাওয়া।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি)’র পক্ষে এস এম বিল্লাহ রিন্টু জানান, সুপার মার্কেটটির নির্মান কাজ বন্ধ থাকায় তিনি প্রায় চার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। দেড় কোটি টাকার নির্মান সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কর্তনকৃত জামানতের টাকা ফেরৎ পাননি। সব মিলিয়ি তিনি পৌরসভার কাছে সাড়ে চার কোটি টাকা পাবেন। একাধিকবার তিনি চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো বিল পরিশাধ করেননি। তিনি বিলের টাকা পেতে আদালতের দারস্থ হবেন বলেও জানান।

দর্শনা কেরুজ বাংলা মদ বোতলজাত বন্ধের আবারও নিদের্শনা জারি

দর্শনা কেরুজ বাংলা মদ বোতলজাত করণ বন্ধের নিদের্শনা জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সহকারী সচিব বোতল জাত করন বন্ধের পত্র প্রেরণ করেছে। গতকাল বুধবার এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেরু চিনিকলের

ব্যবস্থপনা পরিচালকসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এ চিঠি। হঠাৎ করে বৃটিশ আইনকে তোয়াক্কা না করে নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান এ সিদান্ত নেয়।

সে বোতল জাত করার জন্য তড়িঘড়ি করে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে বলে জানায় শ্রমিক কর্মচারী। সে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বাংলা মদ বোতলজাত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শ্রমিক ও কর্মচারী এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রীয়া দেখা দিয়েছে এ চিনিকলে।

এরপর দ্বিতীয়বারের মত আবারও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, ৪১, কেরুজ বাংলা মদ বোতলজাত করণ বন্ধের নিদের্শনা জারি করেছে। এ পত্রে বলা হয় বাংলাদেশ গেজেট-২০২২ উল্লেখ থাকার পরও পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাড়পত্র না নিয়ে কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড দেশীয় মদ বাংলা মদ বোতল জাতকরণ করা নির্দেশ প্রদান করেন।

গত ১১,১২,২০২৪ পলিথিন প্লাষ্টিক বোতল বর্জন পরিষদ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্লাষ্টিক বোতলে পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত কিনা যাচাই বাচাই না করে বোতল জাত করা যাবে না। এছাড়া রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পন্য সমগ্রী কতটা স্বাস্থ্য সম্মত বা পরিবেশ দুষনমুক্ত তা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড় পত্র না নিয়ে বোতল করা সঠিক নয়।এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের সাথে মুঠো ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

জীবননগরে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জরিমানা,একটি বন্ধ

জীবননগরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার আইনে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিককে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ দিকে লাইফ কেয়ার থেরাপী এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবননগর পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলা শহরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছেন। নানা অনিয়ম প্রমানিত হওয়ায় জীবননগর হাসপাতাল এলাকার অংকন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করায় অংকন ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান রিপনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় একই অপরাধে আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেয়াদ উত্তীর্ণ টেস্ট কিট ও অন্যান্য মেডিসিন পাওয়া যায়।

ল্যাবের ফ্রিজে কাচা মাংশ রাখা, বিভিন্ন টেস্টের জন্য নির্ধারিত টেকনিশিয়ান ব্যাতিত টেস্ট করার প্রমাণ পাওয়ায় ।মেসার্স আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মো: নুরুল আমিনকে ৩০হাজার টাকা এবং মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন ব্যতীত ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করা ও সেবার মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বারের মালিক মো: রোকিনুজ্জামান তাছিরকে ১০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। এবং এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোস্তাফিজুর রহামন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমানসহ জীবননগর থানার এস আই সৈকতের নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম ।